الأربعون في ذِكْرِ الرحمن

যিকির সম্পর্কিত
চল্লিশ হাদিস

নাজমুল ইসলাম মুন্না

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় বড় চাচা জনাব হাজী বশির মিয়া সাহেবের নেক হায়াত কামনায় ও আব্বা অধ্যক্ষ মাওলানা আমিরুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ-এর ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে, আম্মার নেক হায়াত ও আফিয়াত কামনায়, আমার জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জনের তাওফীক ও কল্যাণের দোয়া করেন ও করে থাকেন, এমন সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, সম্মানিত উস্তাদবৃন্দ এবং আমার জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও ইহসান,উপকার ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা ও দোয়ার নিবেদন।

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরকে নিজের যিকির দ্বারা জীবন্ত রাখেন এবং স্মরণের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রশান্তি দান করেন। অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রহমতের নবী, যিকিরকারীদের ইমাম, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি; যিনি তাঁর উম্মতকে প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর স্মরণে রত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়সমূহ প্রশান্তি লাভ করে।”

আল্লাহর যিকির এমন এক মহিমান্বিত ইবাদত, যা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, আত্মাকে সজীব রাখে এবং বান্দাকে তার রবের নৈকট্যের দিকে নিয়ে যায়। দুনিয়ার অস্থিরতা, গাফেলতি ও পাপের অন্ধকার থেকে

মুক্তির অন্যতম মাধ্যম হলো যিকির। তাই কুরআন ও হাদিসে বারবার আল্লাহর স্মরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

“আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াতও হয়।”

এই হাদিসের প্রতি আমল করার ক্ষুদ্র প্রয়াস থেকেই “الأربعون في ذكر الرحمن” নামক এই গ্রন্থ সংকলনের সূচনা। যিকিরের ফজিলত, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কিত চল্লিশটি হাদিস একত্রিত করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি, যেন আমরা সবাই আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করতে পারি।

আমি অত্যন্ত গুনাহগার ও অযোগ্য একজন মানুষ। সত্য কথা হলো-এই গ্রন্থে সংকলিত হাদিসসমূহে বর্ণিত সকল আমল আমার নিজের জীবনেও পূর্ণভাবে নেই। তবুও নবী ﷺ-এর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের আশায় এই ক্ষুদ্র খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করেন এবং এই নগণ্য প্রচেষ্টাকে নিজের দরবারে কবুল করেন।

হাদিসগুলোর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য তাহকিক অনুসরণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে ইমাম

নূরুদ্দীন হায়সামি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত মাযমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ গ্রন্থের তাহকিক ও তাখরিজে শাইখ হুসাইন সালিম আসাদ আদ-দারানি এবং শাইখ মুরহাফ হুসাইন আসাদ এর প্রদত্ত হুকুম অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা গ্রন্থের

শাইখ মুহাম্মদ আওয়ামাহ হাফিজাহুল্লাহ এর তাহকিক এবং কিছু কিছু হাদিসে আহমদ মুহাম্মাদ শাকির রহিমাহুমাল্লাহ-এর তাহকিকের হুবহু হুকুম নকল করা হয়েছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি,তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আমাদের অন্তরকে তাঁর যিকিরের নূরে উদ্ভাসিত করে দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে অধিক পরিমাণে তাঁর যিকির করার তাওফিক দান করুন। আমিন

বিনীত

নাজমুল ইসলাম মুন্না

যিকির সম্পর্কিত চল্লিশ হাদিস

١.وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ،غُرِسَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

১.হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি বলবে “সুবহানাল্লাহ,আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার”,তাহলে প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপণ করা হয়।

হাদিসের মান: সহিহ। তিবরানি:৮৪৭০,মাযমাউয জাওয়াইদ: ১৬৮২৩।

٢.وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، كَانَ مِثْلَ مِئَةِ بَدَنَةٍ إِذَا قَالَهَ عِدْلَ مِئَةَ مَرَّةٍ. وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَ مِئَةِ فَرَسٍ مُسْرَجٍ مُلْجَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَمَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَ كَعِدْلٍ مِئَةِ بَدَنَةٍ تُنْحَرُ بِمَكَّةَ .

২.হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি” ১০০ বার বলে,তা তার জন্য ১০০টি কুরবানির পশুর সমান সওয়াব।যে ব্যক্তি “আলহামদুলিল্লাহ” ১০০ বার বলে,তা তার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিন ও লাগামসহ ১০০টি ঘোড়া দানের সমান সওয়াব।যে ব্যক্তি “আল্লাহু আকবার” ১০০ বার বলে,তা তার জন্য মক্কায় কুরবানি করা ১০০টি পশুর সমান সওয়াব।

হাদিসের মান: হাসান। মাযমাউয জাওয়াইদ: ১৬৮২৪,ইমাম তাবরানি কাবির:৭৫৩৪।

٣. عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهَ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَتْ لَهُ كَعِدْلِ مُحَرَّرٍ أَوْ مُحَرَّرَيْن.

৩.আবূ আইয়্যুব আল-আনসারী (রাঃ) থেকেও বলেছেন-যে ব্যক্তি ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ,বলে

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهَ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইইন কাদীর’,
তার জন্য একটি মুক্ত দাসের সমপরিমাণ, অথবা দুইটি মুক্ত দাসের সওয়াব সমপরিমাণ।”

হাদিসের মান:সহিহ।
তিবরানি:৪০১৭,মাযমাউয জাওয়াইদ:১৬৭৭৮।

٤ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ ، نَبَتَ لَهُ غَرْسٌ فِي الْجَنَّةِ.

৪.হযরত মু‘আয ইবন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি “সুবহানাল্লাহিল আযীম” বলে, তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ রোপিত হয়।

হাদিসের মান:হাসান; মুসনাদে আহমদ: ১১৬৯২,মাযমাউয জাওয়াইদ:১৬৮৪০।

٥.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ٠

৫. আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেনঃ দুটি বাক্য এমন রয়েছে যে, যবানে তার উচ্চারণ অতি সহজ। কিন্তু ওজনের পাল্লায় অনেক ভারী, আর আল্লাহর কাছে তা অতি প্রিয়। তা হলঃ " سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ।

সহীহ বুখারী - ৬৪০৬।

٦. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟
قَال غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّة،

৬.হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) বলেন:
আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যিকিরের মজলিসের গনীমত (ফায়দা) কী?
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:
“যিকিরের মজলিসের গনীমত হলো: জান্নাত, জান্নাত।”

হাদিসের মান-সহিহ। মাযমাউয জাওয়াইদ:১৬৭৩২, মুসনাদে আহমদ: ৬৬৫১,তাবরানি: ১৪৬২০।

٧ .عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ:
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ٠

৭. হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:দুটি বাক্য এমন উচ্চারণে খুবই হালকা কিন্তু আমলের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং পরম করুণাময়ের কাছে খুবই প্রিয়।
সেগুলো হলো:সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি” “সুবহানাল্লাহিল আযীম”

হাদিসের মান সহিহ।
সহিহ বুখারী: ৬৬৮২,সহিহ মুসলিম: ২৬৯৪।

٧. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخٍ بَخٍ لِخَمْسٍ، مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَمُوتُ لِلْمَرْءِ فَيَحْتَسِبُهُ٠

৮.হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“বাহ বাহ! পাঁচটি জিনিস এগুলো মীযানে (আমলের পাল্লায়) কতই না ভারী?
১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
২. সুবহানাল্লাহ
৩. আলহামদুলিল্লাহ
৪. আল্লাহু আকবার
৫. নেক সন্তান, যে মারা যায়— আর সে (পিতা/মাতা) এটাকে সওয়াবের নিয়তে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে।

হাদিসের মান : সহিহ।
মাযমাউয জাওয়াইদ: ১৬৮০৩।

٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ ، فَبَلَغَ تِسْعاً وَتِسْعِينَ ، ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ۰

৯.আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পড়ে, এভাবে নিরানব্বই পূর্ণ করে, অতঃপর একশ' পূর্ণ করার জন্য বলে:

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন কাদীর,

তাহলে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার সমান হয়।"

হাদিসের মান: সহিহ। মাযমাউয জাওয়াইদ: ১৬৮৭৪।

١٠. وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: لَا يَذْكُرُنِي عَبْدٌ فِي نَفْسِهِ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ مِنْ مَلَائِكَتِي، وَلَا يَذْكُرُنِي فِي مَلَإٍ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فِي المَلَإِ الْأَعْلَى٠

১০. মুআয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যখন কোনো বান্দা একাকী আমার স্মরণ করে, তখন আমি তাকে আমার ফেরেশতাদের একটি দলে স্মরণ করি। আর যখন সে কোনো জনসমাবেশে আমার স্মরণ করে, তখন আমি তাকে উচ্চ সমাবেশে, অর্থাৎ উচ্চ জগতের ফেরেশতাদের সম্মেলনে স্মরণ করি।"

হাদিসের মান হাসান
আত তারগীব ওয়াত তারহীব: ২২৯৬।

١١. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ : إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً ، فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةٌ تَمْحُهَا قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمِنَ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ.

১১. হযরত আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে কিছু উপদেশ দিন।”
তিনি বললেন:

“তুমি যখন কোনো খারাপ কাজ করবে, তখন তার পরপরই একটি ভালো কাজ করো,তা ওই গুনাহ মুছে ফেলবে।”
আমি বললাম:
“হে আল্লাহর রাসূল! ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কি সেই ভালো কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত?”
তিনি বললেন:
“এটি তো সর্বোত্তম ভালো কাজ।”

হাদিসের মান :সহিহ। মাযমাউয জাওয়াইদ: ১৬৭৫৬।

١٢. وَعَنِ الْمُنَيْذِرِ رضي الله عنه صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وقد يَكُونُ بِأَفْرِيقِيَّةَ ـ قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُول مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

১২. রাসূল ﷺ-এর সাহাবী মুনাইযির রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি আফ্রিকার কোনো অঞ্চলে বসবাস করতেন, তিনি বলেন:
আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:
“যে ব্যক্তি সকালে বলবে,

‘রাদীতু বিল্লাহি রব্বান, ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনা, ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যাঁ।”
তাহলে আমি নিজেই তার জন্য জামিন হবো; আমি তার হাত ধরে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।”

হাদিসের মান:হাসান। মাযমাউয জাওয়াইদ -হাদিস ১৬৯৬২।

١٣ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ؟
قَالَ : وَمَا هُوَ
قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْز مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّة،

১৩. মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,
“আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরজাগুলোর একটি দরজার কথা বলে দেব না?”
তিনি বললেন, “সেটি কী?”
তিনি ﷺ বললেনঃ
“لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ”
লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

এটি মুসনাদে আহমদ ও তিবরানি এর বর্ণনায় এসেছে
“আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহের একটি গুপ্তধনের কথা বলে দেব না?”

হাদিসের মান-সহিহ
মাযমাউয যাওয়ায়েদ:১৬৮৫৬

١٤ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ دَعَا بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ ، لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله.

১৪. মু‘আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

“যে ব্যক্তি এই পাঁচটি বাক্য দিয়ে দোয়া করবে, আল্লাহ তার কাছে কিছু চাইলে তাকে অবশ্যই তা দান করবেন। (সেগুলো হলো:)
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার,

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু,
লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন কাদীর,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।”

হাদিসের মান: সহিহ, মাযমাউয যাওয়ায়েদ: ১৭২১৯

١٥. وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
ثُمَّ يَقُولُ إِنَّهَا كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ.

১৫.রাফি‘ ইবনু খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসুল ﷺ কোনো মজলিস থেকে উঠতেন না, যতক্ষণ না তিনি বলতেন,
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।
“এটি মজলিসে সংঘটিত (ভুলত্রুটি ও অনর্থক কথার) কাফফারা হয়ে যায়।”

হাদিসের মান- সহিহ মাযমাউয জাওয়ায়েদ ১৭১১৫।

١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّمُونَ هَذَا الدُّعَاءَ إِذَا دَخَلَتِ السَّنَةُ أَوِ الشَّهْرُ :اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ ، وَجَوَاز مِنَ الشَّيْطَانِ.

১৬.আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণ নতুন বছর বা নতুন মাস শুরু হলে এই দোআটি শিখতেন,

اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ

উচ্চারণঃ

আল্লাহুম্মা আদখিলহু ‘আলাইনা বিল-আমনি ওয়াল-ঈমান, ওয়াস-সালামাতি ওয়াল-ইসলাম, ওয়া রিদওয়ানিম মিনার রহমান, ওয়া জাওয়াযিম মিনাশ শাইতান।

হাদিসের মান হাসান :মাযমাউয জাওয়ায়েদ ১৭১০৪

١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ أَحَداً فِي بَلَاءٍ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلا فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ ، كَانَ شَاكِراً تِلْكَ النِّعْمَةَ.

১৭. আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,“তোমাদের কেউ যখন কোনো ব্যক্তিকে বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত দেখতে পায়, তখন সে যেন বলে,

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

উচ্চারণঃ

আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী ‘আফানী মিম্মাবতালাকা বিহি, ওয়া ফাদ্দালানী ‘আলা কাছীরিম মিম্মান খালাকা তাফদীলা।

অতঃপর তিনি বলেন,

“যখন সে এ কথা বলবে, তখন সে ঐ নিয়ামতের শোকর আদায়কারী হবে।”

হাদিসের মান - হাসান, মাযমাউয জাওয়ায়েদ ১৭০৯২।

١٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَلِمَاتُ المَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ.

১৮. আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,“দুঃখ-কষ্টে বা বিপদগ্রস্ত আক্রান্ত ব্যক্তির দোআ হলো,

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ

আল্লাহুম্মা রাহমাতাকা আরজূ, ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী তারফাতা ‘আইনিন, আসলিহ লী শা’নী কুল্লাহু।

“হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমতেরই আশা করি। তাই এক চোখের পলকের জন্যও আমাকে আমার নিজের নিকট সোপর্দ করবেন না। আমার সমস্ত বিষয়-আশয় আপনি সংশোধন করে দিন।”

হাদিসের মান হাসান মাযমাউয জাওয়ায়েদ: ১৭০৮৫।

١٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً، قَالَ: لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَتْرَ.

১৯.হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন “নিশ্চয়ই আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম রয়েছে একশ থেকে একটি কম। যে ব্যক্তি সেগুলো হিফাজত করবে সে

জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ বিজোড়, তিনি বিজোড়কে ভালোবাসেন।”

সহিহ বুখারী: ৬৪১০।

٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ ٠

২০.হযরত আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:“যে ব্যক্তি দিনে একশত বার ‘سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ’ (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী) বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অধিক হয়।”

হাদিসের মান :হাসান সহীহ গরীব,
মুসন্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদিস : ৩০০৩০।

٢١ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَنَا:أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي اليَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ:

«يُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَتُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ تُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ»

২১. হযরত মুসআব ইবনে সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন,
"তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকি অর্জন করতে সক্ষম ?"
তখন একজন প্রশ্ন করল, "আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার নেকি অর্জন করবে?"
তিনি বললেনঃ
"সে একশত বার আল্লাহর তাসবীহ(সুবাহানআল্লাহ)পাঠ করবে। ফলে তার জন্য এক হাজার নেকি লেখা হবে অথবা তার থেকে এক হাজার গুনাহ মুছে ফেলা হবে।"

হাদিসের মান সহিহ;
মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা:৩০০৪৫।

٢٢- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَلَاحَيَا، فَاشْتَدَّ غَضَبُ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ غَضَبُهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

২২. হযরত সুলায়মান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি পরস্পরে ঝগড়া করছিল। তাদের একজন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে পড়ল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ“আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা বলে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। তা হলোঃ
’أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ‘
(আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম)।

হাদিসের মান সহিহ
মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩০১৯৭।

٢٣ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْه٠

২৩. হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ
“তোমাদের কেউ যদি এমন কোনো স্বপ্ন দেখে যা তার অপছন্দ হয়, তবে সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হালকা থুথু ফেলে, তিনবার আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে পাশে শুয়ে ছিল তা পরিবর্তন করে নেয়।”

হাদিসের মান সহিহ, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৩০১৬১।

٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا۰

২৪.আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,
“যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কেননা সে একজন ফেরেশতাকে দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে। কেননা সে একটি শয়তানকে দেখেছে।”

সহিহ বুখারী ৩৩০৩,
তিরমিজি ৩৪৫৯, মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা-৩০৪২৪

٢٥.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

২৫. আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যখন সে কোনো খাবার খেয়ে তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে অর্থাৎ (الحمد لله আলহামদুলিল্লাহ লিল্লাহ বলে) অথবা কোনো পানীয় পান করে তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে অর্থাৎ (الحمد لله আলহামদুলিল্লাহ লিল্লাহ বলে) ।

সহীহ মুসলিম হাদীস নং: ৬৬৮২।

٢٦ - وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فِيهِ ، فَيَقُومُونَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ : قُومُوا ، فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنٍ.

২৬. সুহাইল ইবনে হানজালা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,“কোনো সম্প্রদায় এমন কোনো মজলিসে বসে, যেখানে তারা আল্লাহ তাআলার যিকির করে; অতঃপর তারা উঠে যাওয়ার সময় তাদেরকে বলা হয়:

‘তোমরা উঠে যাও, আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাদের পাপগুলোকে নেকিতে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।”

হাদিসের মান হাসান মাজামাউয জাওয়ায়েদ হাদিস ১৬৭২৬।

٢٧. عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ، يَقُولُ: "خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ، وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي.

২৭. সাদ ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি,
“সর্বোত্তম যিকির হলো গোপন যিকির, আর সর্বোত্তম রিযিক হলো যা প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয়।”

হাদিসের মান সহিহ -মুসনাদে আহমদ ১৬২৩।

٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ.

২৮. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন

“কোনো সম্প্রদায় যদি কোনো মজলিসে বসে, সেখানে আল্লাহ তাআলার যিকির না করে এবং নবী ﷺ-এর উপর দরূদ না পাঠায়, তবে কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে; যদিও তারা সওয়াবের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করে।”

হাদিসের মান সহিহ, মাযমাউযজাওয়ায়েদ ১৬৭৪৫।

٢٩. عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ مثلُ الذي يذكرُ ربَّه والذي لا يذكرُ ربَّه، مثلُ الحيِّ والميتِ.

২৯. আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে না এ দু’জনের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।”

সহিহ বুখারী ৬৪০৭, সহিহ মুসলিম ৭৭৯।

٣٠ - عن سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ رضي الله عنه يَقُولُ : إِنَّ نَبِيّ اللَّهِ قَالَ : مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةٌ بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ،

وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةٌ بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُورٍ في الجَنَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا لَتَكْثُرَنَّ قُصُورُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.

৩০ - সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব رحمه الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ (সুরা ইখলাস) দশবার পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।যে ব্যক্তি এটি বিশবার পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে দুটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।
আর যে ব্যক্তি এটি ত্রিশবার পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।”
তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো আমাদের প্রাসাদ অনেক বেশি হয়ে যাবে!”
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—
“আল্লাহ এর চেয়েও অধিক প্রশস্ত ও দানশীল।”

হাদিসের মান-মুরসাল জায়্যিদ। সুনানে দারেমী ৩৭৫১।

٣١. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

৩১. ইবনে আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুশ্চিন্তা ও কঠিন অবস্থায় এই দোআ পড়তেন—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ‘আযীমুল হালীম।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল ‘আরশিল ‘আযীম।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রব্বুল আরদি ওয়া রব্বুল ‘আরশিল কারীম।

সহিহবুখারী:৬৩৪৬,সহিহ মুসলিম-২৭৩০,মুসনাদে আহমদ-২০১৩,তিরমিজি-৩৪৩৫,ইবনে মাজাহ-৩৮৮৩।

٣٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا.

৩২.আবু হুরায়ারা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

“সাবধান! নিশ্চয়ই দুনিয়া অভিশপ্ত এবং এতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত;
তবে আল্লাহর যিকির, যিকির-সংশ্লিষ্ট বিষয়, একজন আলেম এবং একজন জ্ঞানার্জনকারী ব্যতীত।”

হাদিসের মান- হাসান,সুনানে তিরমিজী- ২৩২২,ইবনে মাজাহ-৪১১২।

٣٣. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْكَلَام أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: "مَا اصْطَفَاهُ لِمَلائِكَتِهِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، ثَلَاثًا تَقُولُهَا٠

৩৩. আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত , আমি (রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম) বললাম “হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কথাটি সবচেয়ে প্রিয়?”
রাসুল ﷺ বললেন,
“যে বাক্যটি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জন্য মনোনীত করেছেন তা হলো:
‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।’ তুমি এটি তিনবার বলবে।”

হাদিসের মান সহিহ, মুসনাদে আহমদ ২১৫২৯,সহীহুল কুতুবিত তিস‘আহ ওয়া যাওয়াইদুহু-১২৪৯।

٣٤. عن أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ هَالَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلْيُكْثِرْ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ فِضَّةٍ يُنْفَقَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

৩৪. আবু উমামা আল বাহিলী রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি রাত জেগে ইবাদত করতে কষ্টবোধ করে, সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা করে এবং শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে ভয় পায়, সে যেন বেশি বেশি বলে,
‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।’
কারণ এই বাক্যটি আল্লাহর নিকট আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের পাহাড় থেকেও অধিক প্রিয়।”

হাদিসের মান সহিহ,তিবরানি কাবীর-৭৭৯৫,সহীহুল কুতুবিত তিস‘আহ ওয়া যাওয়াইদুহু-১২৫০,সহিহ তারগীব ওয়াত তারহীব-১৫৪১।

٣٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ- أَخَذَ غَصْنًا، فَنَفَضَهُ فَلَمْ يَنتَفِضُ -ثُمَّ نَفَضَهُ فَلَمْ يَنتَفِضْ ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَانْتَفَضَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

৩৫. আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ একটি গাছের ডাল ধরলেন। তারপর সেটি ঝাঁকালেন। প্রথমে পাতা পড়ল না। আবার ঝাঁকালেন, তবুও পড়ল না। এরপর আবার ঝাঁকালে পাতাগুলো ঝরে পড়ল। তখন তিনি ﷺ বললেন, "'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' এই যিকিরগুলো গুনাহগুলোকে এমনভাবে ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।"

হাদিসের মান:সহিহ

মুসনাদে আহমদ-১২১২৫,তিরমিজি- ৩৫৩৩, সহীহুল কুতুবিত তিস'আহ ওয়া যাওয়াইদুহু-৭২৬৭।

٣٦. عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ ، فَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ

بِصَاحِبِهِنَّ، أَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ.

৩৬. হযরত নু'মান ইবন বশীর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,
"আল্লাহর মহিমা বর্ণনাকারী যিকিরসমূহ; যেমন তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) এবং তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে। এগুলোর গুঞ্জন মৌমাছির গুঞ্জনের মতো। তারা নিজেদের পাঠকারীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে না যে, তার জন্য আল্লাহর নিকট সর্বদা এমন কিছু থাকুক, যা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়!"

হাদিসের মান :সহিহ,
সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮০৯, মুসনাদে আহমাদ: ১৭৮৯৮,সহীহুল কুতুবিত তিস'আহ ওয়া যাওয়াইদুহু-৭২৬৯।

٣٧. عن أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، قَالَ: "مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ.

৩৭. আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,রাসুল ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি ১০ বার বলবে
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই’ইন কাদীর’—
সে যেন ইসমাইল আলাইহিসালাম -এর বংশধরদের মধ্য থেকে চারজন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব পেল।”

সহিহ মুসলিম: ২৬৯৩,মুসনাদে আহমাদ: ২৩০৭১، তিরমিজি: ৩৫৫৩।

٣٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

৩৮. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার বলে ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’

কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসবে না; তবে সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার মতো বলেছে অথবা এর চেয়েও বেশি বলেছে।”

সহীহ মুসলিম: ২৬৯২,সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯১
তিরমিযী: ৩৪৬৯।

٣٩.عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رضى الله عنهما يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

৩৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:
“সর্বোত্তম যিকির হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বোত্তম দোয়া হলো ‘আলহামদুলিল্লাহ’।”

হাদিসের মান: হাসান
তিরমিজি : ৩৩৮৩।

٤٠. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، فَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُون.

৪০. হযরত আনাস আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক আদম সন্তানই ভুলকারী (গুনাহগার); আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা তওবা করে।

মুসনাদে আহমাদ: ১২৬৩৭,তিরমিযী: ২৪৯৯,
সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২১১৫, সুনানে দারেমী: ২৭২৭।

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ
عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ
وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ۔